

## প্রজ্ঞাপনঃ ২০০২

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ আদেশ নং-১/২০০২

তারিখঃ ১৪-৩-২০০২

#### বিষয়ঃ অপরাধ মনিটরিং।

১। লক্ষ্য করা গিয়াছে, কোন কোন ইউনিটে বিশেষ খাতে অপরাধ বিগত মাসের এবং বছরের তুলনায় বাড়িয়াছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হইতে উপরের ইউনিটের প্রধানগণ অপরাধ সংখ্যা প্রতিনিয়ত মনিটরিং করিলে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিলে অপরাধ সংঘটনের সংখ্যা নিম্নমুখী হইবে।

২। এখন হইতে ইউনিট প্রধানগণকে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ এবং প্রতি পাক্ষিকে নিজ নিজ ইউনিটের অপরাধ মনিটরিং করিতে হইবে এবং কোন বিশেষ খাতে অপরাধ বৃদ্ধির প্রবণতা দেখিলে তাহা প্রতিরোধের জন্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হইবে যাহাতে ঐ ধরনের প্রবণতা রোধ হয় এবং অপরাধ বৃদ্ধি না পায়।

৩। অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলিতে নিজ নিজ ইউনিটের অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও ছিনতাইকারীদের গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নিতে হইবে। বিগত বছরে খুন, দস্যুতা, দাঙ্গার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে এই ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে যাবতীয় আইনানুগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। বিগত জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ২০০২ মাসেও কোন কোন ইউনিটে ডাকাতি, দস্যুতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি মাসে ডিও প্রেরণের সময় পূর্ব মাসের তুলনায় কোন খাতে অপরাধ বৃদ্ধি পাইলে ডিও পত্রের ১নং স্টাইন-শৃংখলা পরিস্থিতি খাতে উহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এমতাবস্থায়, আগামী এপ্রিল মাস হইতে পুনঃ এপ্রিল মাস হইতে আইন-শৃংখলা উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল।

স্বাক্ষরঃ অস্পষ্ট

তারিখঃ ১৪-৩-২০০২

(মোদাফির হোসেন চৌধুরী পিএসসি)

ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ আদেশ নং ২/২০০২

তারিখঃ ১৯-৩-২০০২

#### বিষয় : আদালতে উপস্থিত নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

দেখা গিয়াছে যে, অতীতে কিছু কিছু পুলিশ অফিসার কর্তৃক যথাযথ চার্জশীট না দেওয়ার জন্য ও আদালতে সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্য প্রকৃত অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের সাজা হয় নাই। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ন্যায়বিচার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। যেই সকল পুলিশ অফিসার ২০০১ সালে দুই বারের অধিক সমন/পরোয়ানা প্রাপ্তির পরও যথাসময়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আদালতে হাজির হন। নাই তাহাদের বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে কিনা কিংবা বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইয়া থাকিলে তাহাদের সংখ্যা (পদওয়ারী) এবং প্রদত্ত শাস্তি উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন আগামী ২৩/৩/২০০২ তারিখের মধ্যে অত্র অফিসে প্রেরণের জন্য বলা হইল।

এখন হইতে থানা পরিদর্শন করিবার সময় ওয়ারেন্ট/সমন জারির ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব হইলে পরিদর্শনকারী অফিসার কর্তৃক বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল। ভবিষ্যতে আদালত হইতে সমন বা ওয়ারেন্ট পাওয়ার ১ম/২য় বারের মধ্যেই আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার জন্য ইউনিট প্রধানকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

স্বাক্ষর  
(মোদাবিবর হোসেন চৌধুরী পিএসসি)  
ইন্সপেক্টর জেনারেল  
বাংলাদেশ পুলিশ

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং-৫/২০০২

তারিখঃ ৬-৪-২০০২

লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন থানায় অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু থানায় ঠঙ্গুই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। বিধায় অপরাধীরা চিহ্নিত না হওয়ার কারণে আরও বেশি অপরাধ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। অতীতে অপরাধীদের জানার জন্য ঠরষষধমব ঈংরসব ঘড়ুগব ইড়ুডুশ (ঠঙ্গুই) রক্ষণাবেক্ষণ করা হইত। যাহা দীর্ঘদিন যাবত অবহেলার কারণে কোন কোন স্থানে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় নাই।

বর্তমানে শহর ও গ্রামাঞ্চলে অকুস্থল অপরাধীর সংখ্যা কোন স্থানে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এসব স্থানে ঠঙ্গুই-তে রেকর্ড করা অতীব জরুরী। যাহাতে কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর অস্ত্র উদ্ধার বা অপরাধী গ্রেফতার না হইলেও অপরাধীদের প্রতি আইন-শৃংখলা বাহিনীর সব সময় নজর থাকে এবং থানার অফিসারগণ বদলী হইলেও সকল অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য ঠঙ্গুই-তে রেকর্ড থাকে।

সকল থানা পরিদর্শনের সময় পরিদর্শনকারী অফিসারগণকে ঠঙ্গুই-এর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিতে হইবে এবং ঠঙ্গুই-এ অপরাধীদের নাম ও অপরাধসহ অন্যান্য যাবতীয় তথ্য

নিবেশিত করা হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। পুলিশ কমিশনার, ডিআইজি ও অলিশ সুপারগণকে এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হইবে যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠঙ্গুই হালনাগাদ করা সম্ভব হয়।

এমতাবস্থায় আগামী ০৭-০৫-২০০২ তারিখের মধ্যে সকল থানায় ঠঙ্গুই হালনাগাদ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

স্বাক্ষর  
ইন্সপেক্টর জেনারেল  
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং-৮/২০০২

তারিখঃ ২৫/৪/২০০২

বিষয়ঃ পুলিশ অফিসার ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা কেস ডায়েরী (সিডি)-সহ গুরুত্বপূর্ণ লিখা বন্ধ করা প্রসঙ্গে।

অত্র অফিস অবগত হইয়াছে, ঢাকা মহানগরসহ কোন থানায় পুলিশ কর্মকর্তাগণ কেস ডায়েরীসহ গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড নিজেরা না লিখে অন্য লোক দিয়া লিখাইয়া থাকেন যাহা পিআরবি ৬৮-এর মূল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী ঘটনা উদঘাটনে অনেক তথ্য এবং ক্ল কেস ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে। এইগুলির গোপনীয়তা রক্ষা করিবার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই স্বহস্তে কেস ডায়েরী লিখিতে হইবে। মামলার তদন্তকারী অফিসারদের এই ধরনের কর্মকাণ্ড একদিকে যেমন কর্তব্যকর্মে চরম অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পায় অন্যদিকে তেমন পুলিশী কার্যকলাপের গোপনীয়তা বিঘ্নিত হয় যাহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এহেন অনিয়ম বন্ধ করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইলঃ

১। সকল উধ্বতন তদারকি কর্মকর্তাগণকে থানা/পুলিশ ইউনিট পরিদর্শনকালে কেস ডায়েরী (সিডি) ব্যক্তিগত ডায়েরী (পিডি), সাক্ষীর জবানবন্দী, অভিযোগপত্র, চূড়ান্ত প্রতিবেদন, জন্ডনামা ইত্যাদি থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক লিখা হইতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। অন্য কাহারো দিয়া লিখানো হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২। মহানগর এলাকাসহ সকল ইউনিট পরিদর্শনের সময় উধ্বতন তদারকি কর্মকর্তাগণ তাহাদের অধীনস্থ কোন ব্যক্তি যাহাতে এহেন কর্মে জড়িত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত/যুক্তিহীনভাবে কোন মামলা যেন মূলতবী না রাখে তাহাও নিশ্চিত করিতে হইবে।

স্বাঃ  
মোদাবির হোসেন চৌধুরী  
ইন্সপেক্টর জেনারেল  
বাংলাদেশ পুলিশ

স্মারক নং-অপরাধ/১১৫৪-২০০২/১৭১৯(১২৫)

তারিখঃ ২৫-৪-২০০২

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১১। পুলিশ সুপার, (সকল, রেলওয়েসহ)

স্বাঃ (মোঃ জহুরুল হক ভূইয়া )  
এআইজি (অপরাধ-১), বাংলাদেশ পুলিশ  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং ১০

তারিখঃ ০১/০৬/২০০২

### বিষয়ঃ ট্যুর ডায়েরী।

বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন ইউনিটের ট্যুর ডায়েরী পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন কোন ট্যুর ডায়েরীতে অনাবশ্যক ও অসত্য তথ্য সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মধ্য রাত্রির পূর্বে বা পরে কেহ কেহ অতিরিক্ত বা কম নাইট রাউন্ড করিয়াছেন। মাস্টার প্যারেড, এলার্ম প্যারেডের সংখ্যা অপ্রতুল, মামলা তদারকির সংখ্যা ও চৌকিদারী প্যারেডের সংখ্যা কম, এনটি-ক্রাইম সভার সংখ্যা আরো কম, এমতবস্থায় আইন-শৃংখলা উন্নয়নের স্বার্থে নিম্নলিখিত আদেশ জারি করা হইলঃ

১। মেট্রোপলিটন ও জেলা শহরগুলিতে প্রতিটি মাস্টার/কিট প্যারেডে উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারগণকে অবশ্যই হাজির থাকিতে হইবে। ফোর্সের সংখ্যা কম হইলেও সদরে কর্মরত সকল পুলিশ সদস্যকে দিয়া মাস্টার/কিট প্যারেড করিতে হইবে। এই সমস্ত প্যারেডে উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারগণ ফোর্সের পোশাক ও শৃংখলা ইত্যাদি নিয়ম অনুযায়ী যথাযথভাবে নিশ্চিত করিবেন।

২। মাসে অন্তত একবার এলার্ম প্যারেড করিতে হইবে। অস্ত্র ও গোলাবারুদের যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩। রাতে রণ পাহারা করার সময় কোন গাফিলতি পাওয়া গেলে শাস্তি প্রদানপূর্বক উহা টুর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৪। কমিউনিটি পুলিশিং ইউনিট গঠন করা হইলেও এই বিষয়ে সভা করিলে তাহা অবশ্যই টুর ডায়েরীতে উল্লেখ করিতে হইবে। অপরাধপ্রবণ এলাকায় এনটি ক্রাইম সভা করিলে তাহাও টুর ডায়েরীতে উল্লেখ করিতে হইবে।

স্বাঃ

(মোঃ মাসুদুল হক)

এডিশনাল আইজি (আরএন্ডটি)।

বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৬২০৫০

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-জিএ/৩০-২০০২(অংশ) (ইন্স)/১২৩৯ (১০৫)

তারিখ ১৪-৬-২০০২

১।..\*

১৩। ... \*

**বিষয়ঃ বদলীকৃত পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ পুলিশ অর্ডার নং-০৯ তারিখ ০৫-৫-২০০২ এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বার্তা নং জিএ/৩০-২০০১ (ইন্স)/১৮১৪ (১০৫) তারিখঃ ২৬-৬-২০০৩।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্র মোতাবেক পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলীর আদেশ জারির তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্তে বর্তমান কর্মস্থল হইতে ছাড়পত্র প্রদান করিতে এবং কেহ ছাড়পত্র গ্রহণ না করিলে ইউনিট প্রধান তাহাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। লক্ষ্য করা যাইতেছে, সূত্রোল্লিখিত স্মারকপত্রের নির্দেশাবলী অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যাইতেছে না ফলে প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে।

এতদসংক্রান্ত কতিপয় নির্দেশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

১। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলীর আদেশ জারির তারি হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্তে বর্তমান কর্মস্থল হইতে ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে এবং কেহ ছাড়পত্র গ্রহণ না করিলে ইউনিট প্রধান তাহাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত করিবেন।

২। বদলীর আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বদলীর আদেশ বাতিলের জন্য কেহ আবেদন করিলে এবং বদলীর আদেশ জারির তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বা বদলীর আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই সংক্রান্ত কোন জবাব পাওয়া না গেলে তাহাদেরকে বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্তে বর্তমান কর্মস্থল হইতে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত করিতে হইবে।

৩। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক আপনার রেঞ্জ/ইউনিট/জেলা হইতে মোট কতজন কর্মকর্তা/কর্মচারী অন্যত্র বদলী করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন রেঞ্জ/ইউনিট হইতে আপনার রেঞ্জ/ইউনিট/জেলায় কতজন বদলী করা হইয়াছে তাহার হিসাবসহ বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কতজনকে ছাড়পত্র প্রদান করা হইয়াছে এবং যাহাদেরকে ছাড়পত্র প্রদান করা হয় নাই উহার কারণসহ তাহাদের নামের তালিকা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এআইজি (সংস্থাপন)-এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তা কর্মচারীদের বদলীর হিসাব রাখিবার জন্য রেঞ্জ/ইউনিট/জেলায় আগমন ও প্রস্থান রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

৪। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ছাড়পত্র প্রদানের পর তাহার বদলীর আদেশ বাতিল/অন্যত্র বদলীর জন্য আবেদনপত্র অত্র হেডকোয়ার্টার্সে অগ্রগামী করিয়া থাকেনা ইহা সমীচীন নহে।

৫। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছাড়পত্র প্রদানের পর যথাসময়ে (যোগদানকালীন সময় ভোগের পর) বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে অথবা প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত নির্দেশাবলী পালনের জন্য পুনরায় নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

উক্ত পত্রটি আপনার রেঞ্জ/ইউনিট/জেলায় গৃহীত হইয়াছে কিনা এই বিষয়ে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া অত্র হেডকোয়ার্টার্সকে নিশ্চিত করিতেও অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ

(সৈয়দ শাহজামান রাজ)

এআইজি (সংস্থাপন), বাংলাদেশ পুলিশ  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

পরিপত্র নং ০১/২০০২

বিষয়ঃ বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে প্রায়শঃই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিতেছে। জাতির বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে পুলিশ বাহিনীর সহিত সেনাবাহিনীর সদস্যরা আইন-শৃংখলা রক্ষা ও বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করিয়া থাকে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী এই ধরনের দেশ গঠনমূলক কাজে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে এইরূপ কর্তব্য পালনে বা কর্তব্যের বাহিরে ছুটিতে গমন করিলে তাহাদেরকে পুলিশ-এর সহায়তা নিতে হয়। কিন্তু কিছু ঘটনায় পুলিশ বাহিনীর কতিপয় সদস্য সেনা সদস্যদের সাথে অনভিপ্রেত ঘটনার অবতারণা করিয়া দুইটি বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতেছে, যাহা মোটেই কাম্য নহে। ইহা ব্যতীতও সেনাবাহিনীর কোন সদস্য যদি পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্য-এর সহিত অনভিপ্রেত আচরণ করে সেক্ষেত্রে তাহাদের সহিত পাণ্টা অশুভ আচরণ না করিয়া অভিযোগগুলি লিখিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা ইউনিটের মাধ্যমে অত্র হেড কোয়ার্টার্সকে অবহিত করিলে উহা সেনা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আন্তঃবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাহাতে ভবিষ্যতে না ঘটে সেইদিকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আপনার অধীনস্থ সকল পুলিশ সদস্যকে নির্দেশ প্রদান করিতে অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ  
মোদাবির হোসেন চৌধুরী  
ইন্সপেক্টর জেনারেল  
বাংলাদেশ পুলিশ

স্মারক নং-এস/১৭-২০০২/১১৭২ (১০৫)  
অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ  
০৭। পুলিশ সুপার, (সকল রেলওয়েসহ)।

তারিখঃ ১৫-৪-২০০২

স্বাঃ  
(মাহমুদ শাহজাহান)  
এআইজি (গোপনীয়)  
বাংলাদেশ পুলিশ  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা  
ফোনঃ ৯৫৬৩২৩৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।  
পরিপত্র/১৬/১৭

বিষয়ঃ বিরাজমান অপরাধ নিয়ন্ত্রণকল্পে গ্রহণীয় ব্যবস্থা প্রসঙ্গে।

দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং অপরাধ পরিসংখ্যান পর্যালোচনান্তে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, নারী, শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণসহ অফেন্স এগেইনিস্ট প্রপার্টি সম্প্রতি তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; যাহা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর প্রভাব ফেলিতে পারে। উল্লেখিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জরুরী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্মারক ও সার্কুলারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও করণীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হইয়াছে (সংযুক্তি-১)। এতদসত্ত্বেও পরিস্থিতির কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। অনুমিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধান/পুলিশ সুপারগণ বর্ণিত স্মারক ও সার্কুলারে প্রদত্ত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।

এমতাবস্থায়, সকল ইউনিট প্রধানকে উল্লিখিত স্মারকসমূহের নির্দেশাবলীর প্রতি মনোযোগী হইয়া আইন-শৃঙ্খলার সন্তোষজনক উন্নতিকল্পে নিম্নবর্ণিত নির্দেশ দেওয়া হইলঃ

১। ইতিপূর্বে থানায় রুজুত মামলাসমূহের সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিতকরতঃ অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও লুপ্তিত মালামাল উদ্ধার করিতে হইবে।

২। যেই সমস্ত মামলায় চার্জশীট দাখিল করা হইয়াছে সেই সমস্ত মামলার অভিযুক্ত আসামী ও বিচার সম্পন্ন মামলাসমূহের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদেরকে জরুরী ভিত্তিতে গ্রেফতার করিতে হইবে। যাবতীয় অনিষ্পন্ন গ্রেফতারী পরোয়ানা/ছলিয়া অবিলম্বে তামিল করিতে হইবে।

৩। ইদানিং নৌপথে, সড়ক পথে, ট্রেনে ও গৃহে, ব্যাংক ও মিল কারখানায় ডাকাতির ঘটনা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ধরনের অপরাধ বৃদ্ধির প্রবণতা রোধকল্পে অপরাধের সহিত জড়িত আন্তঃজেলা সংঘবদ্ধ ডাকাতদলের সদস্যদের গ্রেফতার করিবার জন্য কার্যকরী অভিযান পরিচালনা করিতে হইবে। অপরাধ নিবারণকল্পে অপরাধ উপদ্রুত এলাকাসমূহে বিশেষ পুলিশ পেট্রোল এবং নিয়মিত মহাসড়ক, নৌ ও রেলপথে কার্যকরী পেট্রোলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে ঐ সমস্ত যানবাহনের মালিকদিগকে রাজী করাইয়া রাত্রিকালীন বাস সার্ভিস ও লঞ্চ সার্ভিসে আনসার নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। স্বর্ণের দোকান, বিপণী বিতান, হাটবাজার, বন্দর, ব্যাংক ইত্যাদিতে ডাকাতি এবং ছিনতাই নিবারণকল্পে সূত্রে উল্লেখিত যেই সার্কুলার দেওয়া হইয়াছে তাহার আদেশাবলী যথাযথ পালন করিতে হইবে।

৫। অপহরণ, ধর্ষণ, নারী পাচার, নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ করিয়া এসিড নিক্ষেপের মত জঘন্যতম অপরাধ সমাজে মারাত্মক ভয়ভীতি, মানসিক অশান্তি এবং জীবন ও সম্মানের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে। অতএব সকল জঘন্য অপরাধসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার নিমিত্তে ইতিপূর্বে অত্র হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং অপরাধ/২৬৪৮ (১৩০) তারিখঃ ৮-৯-৯৬-মূলে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা যাইতেছে।

৬। সরকারি ও বেসরকারি নির্মাণ প্রকল্পসমূহে বিপণী বিতান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, টেন্ডার দাখিলের সময়, বাস টার্মিনাল ও লঞ্চ ঘাটে চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটিতেছে। চাঁদাবাজদের কর্মকাণ্ড বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। কোন চাঁদাবাজির ঘটনা সংঘটিত হইলে তাৎক্ষণিক তদন্তপূর্বক চাঁদাবাজদের চিহ্নিত করিয়া গ্রেফতার ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। বেআইনি অস্ত্র সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহপূর্বক অস্ত্রধারীদিগকে গ্রেফতার ও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করিতে হইবে ও তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাচালানীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহপূর্বক তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৯। থানায় রুজুকৃত মামলাসমূহ সিআরপিসি ও পিআরবি মোতাবেক এজাহার লিপিবদ্ধসহ সূষ্ঠ তদন্ত ও আসামী গ্রেফতার নিশ্চিত করিয়া মামলার চার্জশীট দাখিলের লক্ষ্যে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিতে হইবে যাহাতে মামলা তদন্ত ক্রটিমুক্ত হয়। এই বিষয়ে তদন্তকারী অফিসারকে সার্কেল এএসপি/সহকারী পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপার/ডিসিগণ সঠিক দিক-নির্দেশনা দিবেন।

১০। ক্রিমিনাল রেকর্ড তৈরি করিবার জন্য খতিয়ানে কলামগুলি মামলা তদন্তের অগ্রগতির সহিত পূরণ করিতে হইবে। ভিসিএনবির বিভিন্ন খণ্ডে মামলা তদন্তের সময়, তদন্ত শেষে ও বিচার শেষে কোর্ট হইতে ফাইনাল মেমো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে যাহা ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যাইবে। কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক ফাইনাল মেমো থানায় সময়মত প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন।

১১। পিআরবি ২৮৫ ধারা মোতাবেক জেল প্যারেড অনুষ্ঠানে শিথিলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। জেল প্যারেডে থানা, ডিবি, কোর্ট সিএসআই ও ডিএসস্লির তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকিবেন। সাজা খাটিয়া যেই সকল কয়েদী শীঘ্রই মুক্তি পাইবে, সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী ও গুরুতর মামলায় জড়িত আসামীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য তদন্তকারী কর্মকর্তা ও উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণের আরও দক্ষতার সহিত ক্রিমিনাল এডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনায় সহায়ক হইবে। এই বিষয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং-অপরাধ/৪০৮-৯৭ (সাধারণ-২৫)/১৫৫২(৭৭) তাং-২৭-৪-৯৭ নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

১২। ইহা লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলায় (৭০-৭৫%) চার্জশীট দাখিল করিলেও গুরুতর মামলাসমূহের বিচারে সাজার হার খুবই কম। কোর্টের প্রসিকিউশন পুলিশ কর্মকর্তা বিচার শুরুর পূর্বেই মামলার ব্রিফ তৈরি করিয়া মামলা তদন্তের ক্রটিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বারা সংশোধন করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। মামলার সিজার লিস্ট মোতাবেক জন্মকৃত আলামত কোর্টে আনার ব্যবস্থা করিবেন ও কোর্ট হইতে তদন্তকারী কর্মকর্তা, বাদী ও সাক্ষীর সমন প্রেরিত হইলে তাহাদিগকে মামলার তারিখে অবশ্যই হাজির করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এসি প্রসিকিউশন/কোর্ট পুলিশ কর্মকর্তাগণ ইহা নিশ্চিত করিবেন। এই বিষয়ে কর্তব্যে অবহেলা পরিলক্ষিত হইলে পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপার কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৩। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ পেট্রোল কাজে নিয়োজিত পুলিশ দল, পুলিশ ক্যাম্প, ফাড়ি ও থানা আকস্মিক পরিদর্শন করিয়া অস্ত্র গোলাবারুদ চেক করিবেন এবং থানা, ফাড়ি ও পুলিশ ক্যাম্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবেন।

১৪। মাসিক অপরাধ সভায় পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপারগণ মামলার তদন্তে অগ্রগতি ও হনসঙ্গিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করিবেন। কোর্ট হইতে জামিনের অযোগ্য কোন গুরুতর মেলার আসামীর জামিন হইলে উহা তাৎক্ষণিকভাবে পর্যালোচনাপূর্বক উপযুক্ত ক্ষেত্রে জামিন বাতিলের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫ পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপার/উপ-পুলিশ কমিশনারসহ সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ পর্যায়ক্রমে অপরাধ উদ্ধৃত এলাকায় জনগণের সহিত অপরাধ দমন সভা করিয়া অপরাধীদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিবেন এবং এলাকায় ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বর/ওয়ার্ড কমিশনার/আনসার/ভিডিপি গ্রাম পুলিশ ও যুবসমাজকে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সম্পৃক্ত করিয়া জোরদার বণপাহারার ব্যবস্থা করিবেন এবং অপরাধ দমন কাজে পুলিশের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবেন। মেট্রো ও জেলার থানায় প্রতি মাসে ওপেন হাউস ছেত্র অনুষ্ঠান করিয়া কমিশনার/পুলিশ সুপারগণ থানার কর্মকাণ্ড, গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্ত ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হইবেন ও ত্বরিত আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সামাজিক শক্তির সহযোগিতায় কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা চালু করা অপরিহার্য। ইতিমধ্যে বিদেশে ও আমাদের দেশে কতিপয় জেলায় কমিউনিটি পুলিশিং-এর সুফল পাওয়া গিয়াছে। কাজেই পুলিশিং চালু করার নিমিত্তে অত্র হেডকোয়ার্টার্স হইতে জারিকৃত নির্দেশের আলোকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৭। জাতিসংঘের মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত মানবাধিকারসমূহ সংরক্ষণের জন্য সকল পুলিশ কর্মকর্তা যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ঘোষণাপত্রের পুস্তিকা ইতিপূর্বে অত্র হেড কোয়ার্টার্স হইতে সকল পুলিশ ইউনিটে প্রেরণ করা হইয়াছে। কোন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন অথবা আইনবহির্ভূত কার্যকলাপের অভিযোগ পাইলে তদন্ত সাপেক্ষে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৮। ডিআইজি রেঞ্জগণ জেলা ও থানা পরিদর্শনকালে গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্তের মান, ওয়ারেন্ট তামিল ও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার পর্যালোচনা করিবেন এবং সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করিবার জন্য ফলপ্রসূ দিক-নির্দেশনা দিবেন। পুলিশ কমিশনারগণও তাহাদের নিজ নিজ ইউনিটসমূহে অনুরূপ ব্যবস্থা নিবেন।

১৯। মাসিক অপরাধ সভায় পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপারগণ উপরোক্ত নির্দেশাবলী সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাগণকে অবহিত করিবেন ও প্রতিপালন নিশ্চিতকরতঃ আগামী এক মাসের মধ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে অবহিত করিবেন।

২০। এই পত্র প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ

(এম আজিজুল হক)

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

বাংলাদেশ, ঢাকা।